নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

এসএসসির ফল

শিক্ষার মানের দিকে নজর দিতে হবে

প্রকাশ | ০৮ মে ২০১৮, ০০:০০ | আপডেট: ০৮ মে ২০১৮, ০২:২৮

অনলাইন ডেস্ক

মাধ্যমিক ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে রবিবার। এ বছর ১০টি শিক্ষা বোর্ডে সম্মিলিত পাসের হার ৭৭ দশমিক ৭৭ শতাংশ ও জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ২ হাজার ৮৪৫। এবার পরীক্ষায় ২০ লাখ ২৬ হাজার ৫৭৪ পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১৫ লাখ ৭৬ হাজার ১০৪ জন। পরীক্ষায় পাসের হার কমলেও গত বছরের চেয়ে এ বছর বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। মাধ্যমিকের ফল বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে সরকার মনে করছে, উত্তরপত্র মূল্যায়নে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করায় ফলের সূচকে প্রভাব পড়েছে। এবার অবশ্য পরীক্ষা শুরু থেকে ফল প্রকাশ পর্যন্ত প্রশ্নপত্র ফাঁস ছিল বেশ আলোচিত বিষয়। খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনেও অন্তত ১২ বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নফাঁসের প্রমাণ মেলে। তবে সরকার দাবি করেছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুবিধাভোগী মাত্র পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী।

সরকারের ক্ষমতায় আসার প্রথম এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার মাধ্যমিকে পাস ছিল ৭০ দশমিক ৮৯ শতাংশ। এ সূচক বাড়তে বাড়তে ৯১ দশমিক ৩৪ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০১৫ সালের পর সেই সূচকে ধস নামতে শুরু করে। এ বছরে পাসের হার মাত্র ৭৭ দশমিক ৭৭ শতাংশ। তবে বিষয়ভিত্তিক ইংরেজি ও গণিতে ফল খারাপ হওয়ায় সার্বিক ফলে প্রভাব পড়েছে।

মনে রাখা উচিত, পাসের হার ও জিপিএ-৫ বৃদ্ধির চেয়েও জরুরি হলো শিক্ষার মান বৃদ্ধি। শিক্ষার মান বাড়ছে কিনা, সেটিই খতিয়ে দেখা দরকার। শিক্ষার মান বাড়াতে হলে প্রয়োজন মানসম্মত শ্রেণিকক্ষ, যা নির্ভর করে মানসম্পন্ন শিক্ষকের ওপর। সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হলেও দক্ষ শিক্ষকের অভাবে এর পুরোপুরি ফল পাওয়া যাচ্ছে না। সবার আগে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষক নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমানে পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা অনেকটা কমেছেÑ এটা ঠিক; তবে এখনো দেশে নোট-গাইড বইয়ের দৌরাত্ম্য, কোচিং বাণিজ্যের সংস্কৃতি বন্ধ হয়নি। এগুলো শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাই মানসম্মত শিক্ষার দিকে নজর দেওয়া জরুরি। একজন শিক্ষার্থীর জীবনে মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষার ফল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ স্তর অতিক্রম করে তবেই শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার বৃহত্তর জগতে প্রবেশের সুযোগ পায়, যা ভবিষ্যৎ জীবন গঠন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। এবার যারা এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের সবার প্রতি রইল আমাদের অভিনন্দন। যারা অকৃতকার্য হয়েছে, তাদেরও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এবারের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা সামনে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেবে, সেজন্য তাদের প্রতিও রইল শুভকামনা।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮